শ্রী.....

.....

মহাশয়,

জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সময় হইতে ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু প্রয়োগের সময় আসিতেই শ্রীনেহরুর অনুচরেরা বাদী, বিবাদী ও বিচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া দৈনন্দিন এই প্রশ্নকে ক্রমান্বয়ে ঘোরালো করিয়া তুলিয়াছেন। রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনকে সর্ব্বময় ক্ষমতা-সম্পন্ন সংস্থা বলিয়া বারংবার ঘোষণা করিয়াও নিজেদের খুসীমাফিক বাঁটোয়ারার ছুরি চালাইতে দ্বিধা করেন নাই। সর্ব্বশেষ বাংলা-বিহার সংযুক্তির প্রস্তাব করিয়া ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার ষড়যন্ত্রের জাল সুকৌশলে বিস্তার করিতেছেন।

গণতান্ত্রিক সমাজবাদে বিশ্বাসী ব্যক্তিমাত্রই বিকেন্দ্রীকরণের নীতিতে বিশ্বাসী। এই প্রচেষ্টাকে তাই অঙ্কুরে বিনাশ করা কর্ত্তব্য।

এই দীর্ঘকালের স্বীকৃতি অনুসারে ভাষাগত রাজ্যগঠনের জন্য সংগ্রামে সোস্যালিষ্ট পার্টি আপনার পূর্ণ সহযোগিতা ও সহানুভূতি কামনা করে।

৬০ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭
১১ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৬

বিনীত—
নরেশ ভৌমিক
সম্পাদক।
সোস্যালিষ্ট পার্টি
কলিকাতা সহর কমিটি